দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR 13 2000 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

বান্দরবানে ম্যাজিস্ট্রেট বহিষ্কার

এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক নকল অব্যাহত ঃ প্রায় ৫শ' পরীক্ষার্থী বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এসএসসি পরীক্ষায় নকলবাজদের দাপট অব্যাহত রয়েছে। গতকাল উচ্চতর গণিত, কৃষি বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি পরীক্ষায়ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক নকলের খবর পাওয়া যায়। থানা [illegible]এর কেন্দ্রগুলোতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। গতকাল মেহেরপুরের গাংনীতে নকলবাজ পরীক্ষার্থীর হাতে স্থানীয় থানা নির্বাহী কর্মকর্তা গুরুতর আহত হয়েছেন। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর ইটের আঘাতে তার দাঁত ভেঙ্গে যায়। এছাড়া বান্দরবানের একটি নকলপ্রবণ কেন্দ্রে ঘুষ চাওয়ার অপরাধে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটকে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহত দিয়ে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে।

গতকাল পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডে নকলের দায়ে প্রায় ৫শ' পরীক্ষার্থী ও দু'জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। গ্রেফতার হয় আরো দু'জন। এছাড়া দাখিল পরীক্ষাতেও ব্যাপক নকল অব্যাহত রয়েছে। তবে নকলবাজরা এখন কিছুটা কৌশল পরিবর্তন করেছে। কেন্দ্রের বাইরে সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে ভেতরে স্থানীয় পরিদর্শকদের সহায়তায় তারা পুরোদমে নকল চালিয়ে যাচ্ছে।

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

এসএসসি পরীক্ষা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বান্দরবান সংবাদদাতা জানান, এসএসসি পরীক্ষার হলে অংক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নকল সরবরাহের ছবি তুলতে সাংবাদিকদের বাধা দেয়া, কেন্দ্র সচিব বান্দরবান সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজ উদ্দীনের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা ঘুষ চাওয়া এবং প্রধান শিক্ষককে অশালীন গালিগালাজের অপরাধে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে জেলা প্রশাসকের বিশেষ ক্ষমতাবলে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং সে সাথে বান্দরবান সদর কোর্ট থেকে চট্টগ্রামের হাতিয়া থানায় তাৎক্ষণিক বদলী করা হয়েছে। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় কোন কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে নকলে সহযোগিতা ও ঘুষ চাওয়ার অপরাধে এই প্রথম বারের মত বহিষ্কার করা হলো। উল্লেখ্য, অংক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বান্দরবানের পেশাদারী কয়েকজন সাংবাদিক নকল সরবরাহের ছবি তুলতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট বাধা দিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এবং কেন্দ্র সচিব স্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজ উদ্দীনের কাছ থেকে নকল করার সুযোগ দেয়ার আশ্বাসে বিশ হাজার টাকা ঘুষ চাইলে প্রধান শিক্ষক ঘুষ প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করায় এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও হট্টগোল শুরু হয়।